প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৪৯
অক্ষর বিন্যাস : জেনেসিস, যাদবপুর, কলকাতা - ৩২

যখন যেখানে থাকি ভুলে থাকি পূর্বপরিচয়
তুমি কি আমার কেউ, আমিই তো আমার কেউ নয়

গৌরচন্দ্রিকা

কৃতাঞ্জলি করপুটে তোমাকে প্রণাম
নাম যাঞ্ছা করি ভরে দিলে সর্বনাম
সর্বনামে খ্যাত হল এ সমিধ মন
কৃতাঞ্জলি করপুটে করি সমর্পণ
আজ্ঞা কর দাসে এই মিনতি রাজপদে
চরণ বন্দনা করি হরষে বিষাদে

কীভাবে বর্ণিব বল দাসের এ কথা
কন্যা লগ্নে জন্ম বৃষ রাশি পরিত্রাতা
সাত্ত্বিক জন্ম হল প্রথম সন্তান
তখন বলেনি কেউ পরে ভাগ্যবান
এমতই হব সেই রাতে ঘরে ঘরে
উলুধ্বনি উঠেছিল মন্দিরে কবরে
জন্মেই প্রথম দেখি আরোগ্য নিকেতন
আমার জন্মের কালে প্রসূতি সদন
অন্ধকারে ডুবেছিল সেই গল্পকথা
মা'র মুখে শুনেছি সে কঠিন সংহিতা
সেই কালশিশু হল মানুষের মত
লাঞ্ছনা দুঃখ গ্লানি সংসারে সতত
জড়িয়ে রয়েছে অথ সার এই কথা
কীমতে থাকব ভালো অয়ি সংস্থিতা

ভালো থাকতে হবে তবু মন বলে 'আয়'
যাই কোথা মন, বুঝি যাব যমুনায়
যমুনার নীল জল রূপের আবহ
তারই একপাশে ছিল ঘাট শবদাহ

মন বলে পুড়ি মন বলে ডুবি জলে
কী আছে যমুনায়, আছে কীই বা অনলে
এত বলি দিল মন যমুনায় ডুব
মজা হল রাতভোর মজা হল খুব
মজাতেই মজে মন আর কীসে যাই
কোথা গেলে পাব তারে খুঁজিয়া বেড়াই

কী খুঁজে পেয়েছি শেষে অমূল্য জীবন
একা একা একা থাকি একাকী নির্জন
অর্জিত অবোধ সুখ অনন্ত অসার
সুখের মহিমা গুণ কীর্তন সার
শেষমেষ কে মেলাবে পারানির কড়ি
মধ্যবিত্ত বোধ ভাঙে আহা মরি মরি

যার কোনো নাম নেই সর্বনামে বাঁচে
নিজের আধার বয় কফিনের কাচে
আগুনের কাছে এসে খোঁজে পরিত্রান
বংশের মহিমা সবই কুম্ভক সমান

অয়ি বংশে জন্ম পিতা কবি কুলমনি
বংশের মহিমা বাড়ে বংশে আপনি
নিজের মহিমা বাড়ে অলক্তক নীরে
একটি মানুষ বাঁচে অনেকের ভীড়ে

একটি মানুষ ছিল নদীটির পাশে
নদীটি একাকী ছিল পাথরের কাছে
ছড়ানো পাথর ছিল বর্ণে তোমার
একাকী নদীটি শুধু ছিল বেদনার

বেদনার মধ্যে ছিল ক্ষৌনিপ্রাচীর
অনিত্য এ পৃথিবী, জীবন অস্থির
জীবনে অস্থির আরো মধ্যবিবাহ
মিটিং মিছিল প্রেম সামগ্রিক দাহ

দহনে পূর্ণতা এল, শান্তি যমুনায়
যমুনার নীল জলে কে যে আগে যায়
ডুব দিয়ে আছি সেই অর্কিড - নীলে
‘ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে নিল চিলে’

এই তো জীবন কথা সারাসারে সার
আমার অমর কথা অর্ণব তোমার
গৌতম গোত্রে জন্ম গোত্র মহাপ্রাণ
গোত্রে কী বা যায় আসে কীসের সম্মান
নিজেকে ঋদ্ধ করে সতত সংসারে
দাসানু এ দাস কবি প্রত্যহই মরে

প্রতিদিন মরে বলে প্রতিদিনই বাঁচে
সমগ্রে পোড়ে মন, মনের কানাচে
সেই মন দ্রাক্ষাবনে হল সংস্থিত
স্বপ্নে পেল সেই দেশ অনার্য রহিত

অনার্যের দেশে তুমি কে আর্য এলে
সুস্নাত অমল মৌর্য অর্চিত অনলে
ধর্মের অরূপ বাণী অনৃজু অপাপ
যাঞ্ছা করেছিলে ফিরে পেলে মনস্তাপ

নিত্য অর্ঘ্য ছিল প্রেম, অনিত্য এই প্রতিশ্রুতি
রক্ষার্থে বিবাহ ভাগ্য, ভাগ্য বলে চল যাই
কোথায় যাব, কোথায় আছি নির্মোহ এই শরীর মন

বিবাহে হল সাঙ্গ প্রেম মধ্যবর্তী নির্বাচন
নিত্য অর্ঘ্য ছিল ভালো, আর ভালো এই আসা যাওয়া
পুনশ্চ বিবাহ ভালো পৌনপুনিক থমকে যাওয়া
বিবাহের মধ্যে মুক্তি সাঙ্গ হল গড়া গঠন
মন বলে মুক্তি কীসে, মুক্তি মনে নিবন্ধন

এসো আঘ্রাণ, এসো মুক্তি
বড় শ্রান্ত, এই অবেলায়
অয়ি মন্থন স্মৃতিদাহ্য
ভুল হচ্ছেই শ্লাঘা নির্মোক
এসো মুক্তি, এসো পান্থ
নৈরাশ্য ঘুম ভেঙে যায়
ভুল হচ্ছেই জল বাড়ছে
এসো কমরেড সখা নিরজন

এই উৎসবে এসো পলাতক
এসো দ্রাবিড় যত বল্মীক
এসো কিংশুক ক্ষণজন্মা
বৈরাগ্য নৈবেদ্য
কেন ভাবছিস মিছে ভাবনা
মন বলছে মন উড়ে চল
যত বন্ধু হাত নাড়ছে

তাই তো বন্দনা করি মনোবাঞ্ছা যত
কবে আর ভাগ্য হল পশ্চিমে উদিত
উদয় আমার ছিল যেই লগ্ন গণে
পূজা পাদ্য অর্ঘ করি নিবদ্ধ চরণে
ভালো থাকতে হবে মন অপেক্ষায় থাকো
পারাপার হবে তাই বাঁধা হল সাঁকো

যমুনার নীল জলে পড়ে তারই ছায়া.
ভালো থাকতে হবে পিছুটান সেই মায়া

কৃতাঞ্জলি করপুটে করি নিবেদন
ডুব দিয়ে আছি নীল জলে অনুক্ষণ
অর্জিত সকল সুখ নির্ণিমিখ আলো
কে করেছে ক্ষমা, কে বা বেসেছিল ভালো
বংশ কুলের শ্লাঘা কম্বলের মত
শীত চলে গেছে কুণ্ড নাভি সংস্থিত
অসার ধর্মের বাণী কাহিনী পারাপার
শ্যামল সৌষ্ঠব অঙ্গে প্রেম ক্ষমতার
তবুও জন্মের ভুলে চাকুরী বিবাহ
সমস্ত জীবন পুড়ে সাঙ্গ হল দাহ

সম্পর্ক রক্ষা আর এই দাহ ভার
বহিতে ক্লান্ত তবু এ দায় আমার
আর কী বর্ণিব বার্তা দাসানুদাসের
জনম যার বাত্যাহত আশ্বিন মাসের
কবি কুলোদ্ভব সেই দাসে দাও মতি
কৃতাঞ্জলি করপুটে তোমায় প্রণতি

উপস্থাপনা

উজ্জ্বল নদীতট, শ্যামল সৌষ্ঠব, প্রাংশু সমীরণে মহামুনি
সূর্যস্তব শেষে দেখল মহাকাল সমুখে ডুবে যায় মহাভূমি
গর্ভে হলাহলে যে শিশু ছিল বেঁচে, প্রসবে সেই হবে কালমৃত
অলক বন্ধনে কীসের সন্ধানে বিশ্বচরাচর নন্দিত
প্রণত শিষ্যেরা আনত ভূমিতলে, মাটির যে আকাশে জাগছে চাঁদ
দেখল মহামুনি নদীর চরাচর রেখেছে ঢেকে কার মরণ ফাঁদ
হলুদ বর্ণাভ গাত্রে কুণ্ডলী ধূসর চোখ জুড়ে স্বপ্নাবেশ
তা দেখে ভক্তেরা বলল গুরুদেব কী অপরাধে হলে ক্রোধের বশ
পাপে কী যে মজেছি লোভে কী যে লভেছি দাও হে অপারগ অগ্নি দাহ
নিথর নিশ্চল মুনিন অবিচল রইল ধ্যানরত জাগল না
প্রাংশু সমীরণে মুনি কী দেখেছিল আনত শিষ্যেরা জানল না
যে যার পূজা শেষে আবাসে ফিরে গেল গোপন হল এক প্রস্তুতি
কেউ কী দেখেছিল সেদিন নদীতটে আর এক মহাকাল পরিণতি

সে মহাকাল এল প্রলয় রঙরূপে সাধনা শেষ করে অর্কপ্রভ
দেখল রৌরবে কালের অনুভবে জন্ম নিল এক জরদ্গব
মা তোর আধোলীন, প্রান্ত সীমাহীন, পড়ল মনে গুরুদেবের রূপ
উজ্জ্বল নদীতট, শ্যামল সৌষ্ঠব, আসলে সব ছিল অন্ধকূপ
মিথ্যে বন্দনা, অসারে গেছে ভেসে, এখন যাই কিছু সত্যি হোক
ধ্বংস হোক সব, পরব উৎসব স্মৃতিতে দড় সেই যে নির্মোক
জাগুক বনভূমি, পাহাড়তলি দেশ, মেঘের আনাগোনা নিঃসংশয়
যেটুকু ভালো থাকে, সেটুকু বেঁচে থাকে, যেটুকু বেঁচে থাকে স্বপ্নময়
যে নদীতট ছিল স্নিগ্ধ প্রাঞ্জল, সে নদীতট আজ অনিশ্চয়
তপ্ত জলাভূমি, অর্কপ্রভ দেখে প্রসবে মৃত শিশু সাঁতার দেয়
সে জলে ক্রমাগত ডুবছে মহাভূমি শিথিল বিন্যাসে মহা আবেশ
কোথাও ফাঁক থেকে হচ্ছে ভরাডুবি পরম বিশ্বাসে যে বিদ্বেষ

প্রভু কি দেখেছিলে এ ছবি সেইদিন এখন কোনোখানে শান্তি নেই
খুঁজছ নিজেকেই নিজের অজ্ঞাতে ভিতরে সারাসারে নিজেই নেই

হে সখা চল চল, কোথায় যাবে বল, আমার ভিতরে যে দুঃখ নেই
আমি যে সেই শিশু কালের প্রসবিত, দেখেছে যাকে কবে মহামুনি
হে সখা চল, চল, বেলা যে কত হল, কোথাও কোনোদিকে শান্তি নেই
কালের সে-প্রসব জানত মহামুনি, আমার প্রসবে যে সাক্ষী নেই
হে সখা চল চল নিশিত ভৈরবে, দ্রিদিম রৈবতে, সময় নেই
আমি তো কালমৃত, জেনেছি জন্মেই আমার কোনোদিন মৃত্যু নেই
হে সখা চল চল ডেকেছে অঘ্রান, ব্রাত্য মাঠে মাঠে হলুদ ধান
আমার ক্ষয় নেই, আমার ভয় নেই, রয়েছে অনপত সুনির্মাণ
হে সখা চল চল, নদীর তটে ফিরে যেখানে মুনি রোজ করত স্নান
এখন তট নেই, জীবনে জট নেই, জীবনে জীবিত ও মৃত সমান

নদীর নীলগুলো রাত্রি শুষে নিল, রাত্রি নীল হল নদী অচল
আমার বাল্যের সখা হে তুমি ছিলে, হারিয়ে গেছে কবে বাল্যকাল
হারিয়ে গেছে কবে বন্ধু মুখগুলি, এখন চারিদিকে মন্বন্তর
তুমিই সখা একা রয়েছ শুধু কাছে, অন্য সকলেই হয়েছে পর
কতই কথা ছিল, প্রতিশ্রুতি ছিল, জীবনে ছিল কত নীল শপথ
এখন প্রান্তর কেবল পোড়ে ঝড়ে গিয়েছে থেমে কবে মনের রথ
করুণাঘন দিনে বরষা বন্দনা, বরষা আসে নাকো শুধুই মেঘ
এমন দিনে সখা ভালো কি থাকা যায়, দুজনে একা একা নিরুদ্বেগ
জলের মত যায় গড়িয়ে যায় মন, মনের ভিতরে যে জলোচ্ছ্বাস
হে সখা চল চল, এ মাটি ছেড়ে চল, নইলে সমূহে তো সর্বনাশ
ডুবছে মহাভূমি সলিলে অবিনত, ডুবছে মনোভূমি শূণ্যখাত
বৃষ্টি ঝড়ে জলে ধ্বংস হল রাত, দিনের রয়ে গেল বজ্রপাত
এ মহাভূমি ছেড়ে যেখানে যাবে চল সেখানে কারো কোনো ধ্বংস নেই
ধ্বংস নেই বলে সৃষ্টি থাকবে না, এ মাটি চরাচরে সত্য নেই
তবে কি ছেড়ে যাব সতত নির্মাণ, এমন সংশয়ে যাওয়া কি যায়
এগিয়ে যেতে যেতে থমকে একবার শিশুটি কালমৃত পিছনে চায়

অর্কপ্রভ ডাকে তখন কাছে তাকে সৃষ্টি ভুলে তুমি কোথায় যাও
যেখানে যাবে তুমি শ্মশান হবে ভূমি নিজেই তারচেয়ে নিজেকে পাও
এ বলে প্রভু তাকে নিলেন বুকে টেনে, এ মাটি সংসারে মুক্তি নেই
আগুন অভিশাপে পুড়েছে শতভিষা জীবনে অনুভবে সন্ধি নেই
বাসনা অমৃত প্রণত গুরুদেব, উষর যজ্ঞেই সারের সার
সারের সারাসারে বাসনা পরিসর, যা ছিল ভুলে গেছি সারাৎসার

শরীরে শরীর ডাকে আয় আয়
শরীরে শরীরে কত কথা হয়
এখানে সবাই মৃত মহাভোগ
এখানে ছড়ানো থাকে উৎসব
হাজার বছর ধরে কলরোল
মৃতের বিছানা ঘর ভিজে যায়
মোচ্ছবে কেটে যায় রাতভোর
কালের গতিতে কাল চলে যায়
তবুও জীবন কত চঞ্চল

সেদিন মেঘনীল প্রণয়ে আধোরাঙা গোধূলি সংকেতা মুনির কন্যা
মুনির পদতলে আজানু সিঞ্চল রাখল নত মাথা কোন তিতিক্ষায়
তোমার শৈশব গিয়েছে কৈশোর মুনির সম্মুখে অধরা মেয়ে
রুচিরা নামে সেই কন্যা জেনেছিল পিতাই অভিনব সবার চেয়ে
প্রণমি চরণে মা তোমার স্নেহাশিসে আমার অভিশাপ চূর্ণ হোক
আমার অভিশাপ আমার দর্পেই, আমার দর্পই যে হর্ম্য
আকাশে মেঘ এল ঝড়ের সংকেত, বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টিপাত
ঋষিন মহামুনি পরম স্নেহভরে কন্যা মুখপরে রাখল হাত
রুচিরা বড় হল এখন যৌবনা দাঁড়ালো গোধূলির মাখা আলোয়
মুনির অবনত অর্কপ্রভ তাকে দেখল মহামায়া কামিনীবেশ
কোথাও সেই পথে গুরুর কথা ছিল, কোথাও সেই পথে প্রতীক্ষায়

উজ্জ্বল নদীতট, নিবিড় সৌষ্ঠব, নিশিথ সমীরণে দুটি প্রাণী
দাঁড়ালো মুখোমুখি দুইটি চখাচখি মনের কথা হল জানাজানি
কেউই জানল না, হরিদ্রাভ হল মনের অগোচরে উপনিবেশ
বৈরী হল মন ও মন কোথা যাবি, বাল্যে সখা ডাকে সুনির্জন
ও মন কোথা যাবি, ভুবনডাঙা মাঠে, ও মন হাটখোলা পুকুরপাড়
এখনো ডাকে যাবি, পীরিতি বৈশাখে, এসব ফেলে যাবি এ সংসার
এই তো আছি বেশ, আবার কেন যাব, বাল্যে হাতছানি শ্মশানকূপ
অন্ধ হয়ে আছি, বন্ধ এইখাতে, রিক্ত জেগে থাকে অনুষ্টুপ
অন্য যারা ছিল, অন্য সহচর, অন্য কথা হল, অন্য ভাব
দেখল মহামুনি আসনে ধ্যানে বসে এ কোন ভিন্ন মনস্তাপ
কোথায় বিঘ্নিত, কতটা অনুমিত, কোথায় কতখানি এ সংশ্লেষ
পর্যটন শেষে, নদীর তটখানি সহসা ডুবে গেল নির্নিমেষ
কিছুই বললে না, কেউই জানল না, নিথর রইলেন মহামুনি
নিশিথ সমীরণে সকল ভক্তেরা প্রণত পদতলে সমুচ্চয়

যজ্ঞ শুরু হল, জীবনে বৈভবে, মাটি যে মহামায়া, পিতা আকাশ
যজ্ঞ কিছু নয়, আসলে ছিল বুঝি আমার জন্মের পূর্বাভাস
যজ্ঞ শুরু হল, অগ্নি অনিকেত, ফুল্ল কুসুমিত জাগল হোম
যজ্ঞ কিছু নয়, আসলে সংশয়, আসলে বন্ধন অলক্তক
মন্ত্রপাঠ করে সেখানে মহামুনি, অন্য ভক্তেরা কী প্রজ্ঞায়
শুনছে উপকথা পরম ভক্তিতে, আকাশে নৈঋতে একটি মেঘ
ঢাকল শেষ বেলা, সন্ধ্যে এল নেমে কেউই দেখল না অনুদ্ধার
তখন গলিপথে একটি সাজঘরে গিয়েছে খুলে তার বদ্ধদ্বার
ধোঁয়ার কুণ্ডলী যখন শুষে নিল প্রহরা চারিভিতে দৃষ্টিপাত
অর্কপ্রভ গেল রুচিরা সাথে সেই অন্ধ গলিপথে পুণর্বার
কেউই জানল না, কেউই দেখল না, শাপেই কাল হল দুটি প্রাণী
চন্দনের বনে একলা দুইজনে শিথিল হল সব জানাজানি
কীভাবে যাবে সব দুরুহ পথঘাট বৃষ্টি এল নেমে কালো মেঘে
ভঙ্গ হল স্তব, মুনিন জানতই এ কাল যজ্ঞের হবে না শেষ
গোধূলি রাঙা হল, বিপ্র বর্ণাভ, এ চরাচর তবে ধ্বংস হোক

রুচিরা প্রিয় মেয়ে নিজের প্রিয় ছেলে অর্কপ্রভ হল যে রম্যক
আসছে মহাকাল, ভাসবে অভিরূপ অতলে যাবে ভেসে মহাভূমি
নষ্ট হবে যত, আছে যা সংযত, গর্ভে সন্তান আরণ্যক
কালের প্রসবিত হবে সে কালমৃত জাগবে চরাচরে কালের ত্রাস
হাজার বৎসর এভাবে ভেসে যাবে এভাবে সাথে সাথে হাজার মাস
মুনিন ডুবে গেল সহসা ধ্যানে মনে সলিল সমাধিতে অনিঃশেষ
অর্কপ্রভ যবে সাজল নবরূপে, রুচিরা নবরূপা গল্প শেষ।

আরোহন

এসেছ সখা কাছে, এখন আমাদের নিহত মধুমাস সুখের দিন
ছড়িয়ে থাকি তত, ছড়িয়ে আছে যত, পাথরে পাথরেই স্বপ্নময়
আবার দেখা হল সহসা চোরাগলি সময় হয়ে আছে অন্তলীন
যেভাবে বেঁচে আছি, এই কি বেঁচে থাকা, তবুও দেশ হল বর্ণময়

এমন ভালোবাসা ছড়িয়ে আছে মেঘে, আমরা মেঘ হব, নিহিত ঋক
কোথাও ভেসে যাব পারের পারাপারে ভুলব একে একে বিপর্যয়
যাবার কথা ছিল, যাবার কথা শুনে, নেচেছে তরুলতা চতুর্দিক
পারের পারাপারে শেষের কড়ি গুনে দুজনে যেথা হল স্বেচ্ছাচার

এমন ভেসে ভেসে জীবন চলে যায়, প্রতিশ্রুতি ছিল মনে কি নেই
জীবন কোথা যায়, পাহাড়তলি দেশ, নদীর চরাচর, গভীর জল
অর্কপ্রভ সাথে রুচিরা ভেসে যায়, আকাশে মৃত চাঁদ জ্যোৎস্না নেই
রুচিরা মনে ভাবে জীবন কোথা যাবে ভিতরে নদী ডাকে ছলাৎছল

সহসা অকরুণ সেদিন বিদ্যুৎ, জীবনে কোনোখানে স্বস্তি নেই
জীবন কোথা যায়, মরণ অভিমুখে জীবনে মরণেই অকিঞ্চন
প্রভেদ কিছু নেই, স্বস্তি আছে নাকি এখন জীবনে যে সঙ্ঘ নেই
শুধুই হাতে হাতে অলীক কথা চোখে, জীবনে অভিরূপ নিবন্ধন

এসেছ এই দেশে, এসেছ ভেসে ভেসে, আসোনি কখনই কালগুণে
জন্ম দিল মাতা পিতার সহচরে, গর্ভে ভালো ছিল ওই স্বদেশ
গর্ভে বেঁচে আছি, বেশ তো ভালো আছি, প্রসবে কালমৃত ফাল্গুনে
অচিন পাণ্ডব জন্ম নিল শব, যা ছিল সকলই নিরুদ্দেশ

আমার মনে আছে জন্ম সেই রাতে যেদিন বিভীষণ ভাঙল ঘর
আমার মনে আছে সেদিন লয়ে তালে প্রথম ভুল হল উর্বশী
শিবিরে সেইদিন জাগল উল্লাস, এসেছ সখা কাছে আপনাপর
অনিল অর্ভক, দিলেন অভিশাপ, শিবিরে সকলেই উল্লাসী
এসো হে সখা কাছে, অগ্নি সংস্তবে, পিতাই প্রথাগত এ মহাকাল
আমাকে এই দেশে কেন যে নিয়ে এলি সঙ্গে সৎ হব সঙ্গ কই
পিতাই সঙ্গত, সঙ্গে অনুগত, উর্বী প্রিয় হল সে চণ্ডাল
অস্ত্র তুলে দিলি আমার দুইহাতে অথচ কোনোদিন যোদ্ধা নই

শিবিরে অনুগত একটি শিশু মৃত মানুষ হয়ে ওঠে অতঃপর
মানুষ তাকে করে শিবিরে প্রাণভরে অন্য সকলেই যে সৈনিক
একটি মৃত শিশু মানুষ হতে চেয়ে একাকী হতে হল স্বার্থপর
হল যে অনুমৃত, নিশিত কালসৃজ, যুদ্ধে মন্মথ, সে নির্ভীক

তুমি কি দেখেছিলে অর্কপ্রভ সব তোমার অর্চিত কি সংশ্লেষ
এ মহাকাল ডোবে, ডুবছে মহাভূমি দুচোখে অবনত রেখেছ বিস্ময়ে
মুনিকে মনে পড়ে, মুনিই জেনেছিল হাজার বৎসর যাবে না দেশে
আসনে ধ্যানে বসে সেদিন অর্বুজ ছিলে না কোনোখানে নিঃসংশয়

তোমার ছিল মনে সেদিন উদ্ভব তুমিও জেনেছিলে জরদগব
কালের প্রসবিত জন্ম নেবে সেই তোমার বীর্যে অনির্বান
আমার প্রসবে তো কাঁদেনি চঞ্চলা, কাঁদেনি মহাকাল সংস্তব
তুমি তো জেনেছিলে, কেন যে নিয়ে এলে ধ্বংস হবে জেনে এ নির্মাণ

সন্নিহিতি

আয় মা কাছে আয়   ভ্রান্ত কৈশোরে আমাকে নিস ফিরে অন্নদাস
আয় মা কাছে আয়   তোরই পাপে আজ এমন সঙ্গত অপাণ্ডব
আয় মা কাছে আয়   একটু কোল দিস শিশু তো তোরই মা জরদ্গব
আয় মা কাছে আয়   তোর দুহাত থেকে হাজার হাত হোক অনুপ্রাস
আয় মা কাছে আয়   একটু চেয়ে দেখ মানুষ নামে সব পিণ্ডময়
আয় মা কাছে আয়   একটু চেয়ে দেখ আমরা অকপট অন্তহীন
আয় মা কাছে আয়   কিছু তো বাকী নেই, কিছু তো বাকী থাক, মায়ের ঋণ
আয় মা কাছে আয়   এই যে বেঁচে থাকা একটুখানি হোক বর্ণময়
আয় মা কাছে আয়   আর যে তোর পাপ সইতে অপারগ এ মহাদেশ
আয় মা কাছে আয়   সলিলে অনিকেত সতত ডুবে মরি অন্নদাস
আয় মা কাছে আয়   যাবার বেলা হোক কিছুটা অনুরূপ মনোমত
আয় মা কাছে আয়   এমনি করে কেন থাকবি একা একা নিরুদ্দেশ

না হয়   পাশাপাশি কিছুটা কাছে থাকি, কিছুটা কাল হোক
সন্ধিময়
সন্নিহিতি হোক,   কিছুটা সংক্ষেপে কিছুটা কাঁটছাট, যেমন হয়,
সন্নিহিতি হোক,   কিছুটা রাজনীতি না হয় ভুলে থাকি অলঙ্ঘন
সন্নিহিতি হোক,   একটা জীবনের জীবন ফিরে হোক আলোকময়
আয় মা কাছে আয়   এই তো বেঁচে আছি একটু বাঁচা হোক সংশ্রবে
সন্নিহিতি হোক   আয় মা কাছে আয় জীবন হোক ফিরে সঙ্ঘময়

এখন তুমি কোথা, শূণ্যে মন ওড়ে, অর্কপ্রভ তুমি কোথা এখন
পালিয়ে গেছ মনে পালিয়ে আছ ধ্যানে তোমার সন্তান তোমাকে চায়
মুনির স্তব ছেড়ে, এসো এ সংসারে, এ সংসারে হোক পুণর্নির্ণয়
ডুবছে মহাভূমি মুনির হাতে হাত পাবে না কোনোদিন সমর্থন

তোমার সন্তান চাইছে তোমাকেই, তোমার সন্তান জীবন চায়
জীবন অম্লান, ভাঙ্গায় গড়া মন জীবনই হয়ে আছে আরদ্ধ
অর্কপ্রভ তুমি ভ্রান্ত পথে গেছ, পথ তো ঠিক ছিল সনির্বন্ধ
তোমার সন্তান চাইছে তোমাকেই, তোমার কীসে এত অনিশ্চয়

অর্কপ্রভ তুমি গিয়েছ ভুলে সব পৃথিবী হল পুতি গন্ধময়
একটি মৃত শিশু হাজার শিশু হল, আমার জন্মেই ছিল যেরূপ
পৃথিবী ঢেকে যায়, মেঘল দিনমান, শিশুর নিঃশ্বাসে মনস্তাপ
আমি তো তোমাকেই চেয়েছি কাছে আমি দেখেছি স্বপ্নেই বর্ণনায়

পিতার আশ্রয় ভেঙেছে সেইদিন মা যবে দ্বিচারিনী হয়েছে পর
আয় মা কাছে আয় এমনিভাবে আর রাখবি কতদিন অনিশ্চিত
আয় মা কাছে আয় এমন একা একা লাগে না ভালো আর নিভৃতি
আয় মা কাছে আয় পিতার আশ্রয় সন্নিহিতি হোক অতঃপর

শিশুটি কালমৃত পেরিয়ে শৈশব সন্নিহিতি খোঁজে জীবনে তার
শিশুটি কালমৃত জীবনে উদগত ক্রমশ পরিণত জাগছে ত্রাস
শিশুটি কালমৃত সন্নিহিতি চায় কোথায় আছে পড়ে স্থায়ী আবাস
শিশুটি কালমৃত হাজার শিশু হয়ে রাখছে ভরে এই জগৎ সার
শিশুটি কালমৃত চাইল ফিরে পেতে পৃথিবী অনুগত বন্ধুতা
শিশুটি কালমৃত স্বপ্নে দেখেছিল সোনার পারাবত এ সংসার

আয় মা কাছে আয় অর্কপ্রভ আয় এই তো বেশ হবে কী মনোরম
আয় মা সঙ্ঘে প্রাণে অনঙ্গে আর তো কখনো একলা নই
মুনি কি জেনেছে, মুনিই জানত, এমত সহজ জীবন যার
এসো হে সখা কাছে, ভাঙুক সংস্তব, দীর্ঘ বেঁচে থাকা এ সংযম

এই তো বেঁচে আছি, একে কি বাঁচা বলে, বেশ তো ভালো আছি বন্ধুহীন
সন্নিহিতি ছিল জীবনে তোমাদের, জীবন ছিল তাই স্বপ্নময়

এমন পাশাপাশি কীভাবে বেঁচে আছি, কীভাবে রয়ে গেছে অনিশ্চয়
আবার এক হই, আয় মা কাছে আয়, আবার শুরু হোক শর্তহীন

তুই মা জননী জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী জগৎমাতা
ভাঙছে গড়ছে সংস্থাপন, ভাঙায় গড়াই আরদ্ধতা
তুই মা জননী জগজ্জননী, জগদ্ধাত্রী এ মহাকাল
তুই মা গ্রীষ্ম বরষা বৃষ্টি শরৎ স্নিগ্ধ বন্দনা
তুই মা সৃষ্টি, তুই - ই কৃষ্টি এখানে এভাবে মন্দ না
আয় মা জানকী তুই তো একাকী জগদ্ধাত্রী দুর্নিবার
মর্ত্তে একাকী সঙ্ঘে সারথী আয় মা জননী জগৎপার

চলে গেছে দিন সঙ্গবিহীন আর তো কখনো একলা নয়
চলে গেছে বেলা শেষ হাসি খেলা ভালোবাসা এল কল্পনায়
ঝর্ণার নীলে নীল হল দিক প্রান্তিক হল চরাচর বন
চলে গেছে দিন মুছে গেছে ঋণ সহজ হয়েছে জীবন তার
জীবনের ভুলে একদিন পাপ গর্ভে ধরেছে কালশব
একলা হতে সে চেয়েছে জীবনে গর্ভে গর্ভে কলরব

এমনি ভাবে ভালো কিছুটা থাকা হল কিছুটা হল দিন নীল রঙিন
এমনি ভাবে ভালো কিছুটা থাকা হল কিছুটা দিন হল স্বেচ্ছাচার
কিছুটা হল দিন অনুস্বরহীন কিছুটা অনুস্যূত অনীক উচ্ছ্বাস
অপহ্নবে এসে এমত এক হল সুখের চরাচরে ভ্রান্তি বিন্যাস
অলীক বন্ধনে জড়িয়ে রয়ে গেল নিজেরা পাশাপাশি ক্লিষ্ট সংস্তব
মানুষ নামে বেঁচে মরেই থেকে গেল তিনটি প্রাণী যেন তিনটি শব

অথচ তো বাঁচতে চেয়েছিলাম
মোমের কার্পেটে থাকতে চেয়েছিলাম গহীন
যখন গর্ভে ছিলাম নিজেকে খুব বন্দী মনে হত
বাইরে এসে আরো বন্দী মনে হয়

তবু মাঝে মাঝে মনে পুড়ে যায় শস্যক্ষেত।   বুক।   তখন মনে হয়
থাপ্পর মেরে বলি . . . তুই তো সবই জানতিস
তবে কার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিচ্ছিস আমাকে দিয়ে ? . . .

উৎসৃষ্ট, উদ্ভিন্ন এই শৈথিল সমাগম
সহবাসে ক্লিন্ন অসার পরভৃত
দুর্দৈব আপোষহীন অবিনশ্বর নয়
জেনেও পরম্পরায় অশেষ সন্নিহিতিকামী

কলহ সাযুজ্যে নিশিত অবাঙমনসগোচর
অনন্তর আঠার মত লেগে রয়েছে
এখন মা আমার তুই জন্মের প্রতিপাদ্য স্বরূপ
জঠরের আঠা বাঁচার মূলে কেন ছড়িয়ে দিয়েছিলি

স্ফটিকস্তম্ভ হাতে যে কুমারী জলের পারে গেছে
সে কি তুই ছিলি, মা আমার অনাড়ম্ব ক্লিষ্ট সন্নিবেশ
আবার কুমারী হ তারচেয়ে আমার প্রত্যাহার নিয়ে
সমস্ত স্বপ্নই যা মিথ্যে ছিল সন্নিবিষ্ট হোক

প্রার্থিত তোমার যৌবন কখনো যাবে না
তুমি মুনির পুত্রী পরস্পর্যময়
অর্কপ্রভর সঞ্চয় শূণ্য হবে তখনই
অন্ধ পথে পথে ভিক্ষে করে ফেরে আলোর মোহর

এমন খেলাছলে যারে যা ভেসে ভেসে ভাসার পথ জুড়ে বিষাদনীল
মা তুই কাছে আয় এখন পৌষ মাস আয়রে চরাচরে বিশ্বময়
এই যে বেঁচে আছি, কীভাবে বেঁচে আছি, আয় মা কাছে আয় ভ্রাম্যময়
এদেশ ভেঙে যায়, ভাঙার কথা ছিল, ভাঙার বুঝি তাই এতই প্রবণতা

তুই কি পৃথা আদি যুদ্ধ অঙ্গনে খুঁজিস একা কাকে শ্রান্তিহীন

তুই তো চেয়েছিলি সন্নিহিতি তবে জীবন কেন হল এমন লীন
এমন পরাভূত, এমন অস্থির, এমন কিংকর অথচ একদিন ছিল রঙীন

এসবই ভবিতব্য।   কোথায় যেন যাবার কথা ছিল।
কতগুলো বাঁক পেরোলে সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়?
কেউ কি জানে সেখানে কখনো পৌঁছে যাওয়া যায় না।

পিতা এসো, হাত ধরো।   তুমি তো সবই জানতে।
মাতা এসো অবগাহন কর।   আমাদের তবু সন্নিহিতি
হোক।ভাঙায় গড়া সন্নিহিতি।

মধ্যপর্ব

বিস্তার

মৃন্ময় নদীটির প্রান্তে
এপার ওপার হবে পাটনি
ঢেউ ওঠে গাঙে পারে পদ্মায়
পারাপার হবে তাই সরণী
বাঁধা হল চল চল চল যাই
উজ্জ্বল সারাদিন ডাকছে
উচ্ছ্বাসে গাঙে পারে পদ্মায়
নদীর দুকূল দ্রুত ভাঙছে
চল চল চল চল চল যাই

স্মৃতি বারবার পিছু টানছে
আধোলীন হয়ে এল রাত্রি
নদীর দুকূল দ্রুত ভাঙছে
চল চল চল চল চল যাই

এপারে আমরা কিছু যাত্রী
ওপারে নেমেছে কালরাত্রি
সারাদিন হল খেয়া পারাপার
এইবার শেষ খেয়া বাইছ
পাটনি এখন রাত কত ভাই

মন বড় উচাটন টানছে
এইপারে যা ছিল তা ভেঙেছি
ওইপারে আর কী বা রাখছ
মাঝগাঙে নাও বড় দুলছে
এইত এখন আছি সত্য

ওইপারে সকলই অনিত্য
ওইপারে তবু মোহবন্ধে
ভাসছি তো ভাসারই আনন্দে
মনে পড়ে ছেলেবেলা শৈশব
কালরাতে উড়ে যায় বৈভব

নাও এসে কোন কূলে ভিড়ল
এখানে এখন বুঝি কালমাস
চরাচর আলোহীন কালোময়
তোমরা কেমন আছ জননী
তোমাদের নেই আর বরাভয়
তোমাদের নেই আর সংশয়

এ কোথায় শেষমেষ পৌঁছে
দেখছি এখানে শুধু মায়াময়
এইখানে ভরে আছে নির্মাণ
এই চরাচর জুড়ে সমাধি
কালাকাল এপিটাফ লিখছে
স্মৃতিস্তম্ভে কেউ বাড়ী নেই
পড়ে আছে হাড় মাস কঙ্কাল
আমাকে কেবল ডাকে ঘরে আয়
এ কোথায় এসে নাও ভিড়ল
তোমাদের কথা মনে পড়ছে
পাটনি আবার তুই ফিরে চল

এসেছে এতদুরে কেন বা যাবে ফিরে শ্মশানে একা একা মহামুনি
রয়েছ স্তব ধ্যানে, পরম ব্যবধানে, নম হে নম তাকে নম তুমি
কোথায় পাব তাকে, কোথায় কোনখানে, কীভাবে পাব তাকে সংস্তবে
দেখবে চিতাকাঠ, হলুদ বর্ণাভ, প্রজ্ঞা অনিমিত সৌষ্ঠবে

মায়ের মুখ মনে পড়ছে এসময়ে, পিতার অকপট স্নেহের টানে
প্রসবে কালমৃত ছিলাম কোনোদিন এখন পরাভূত যে সন্তান
অন্ধকার হয়ে রয়েছে চরাচর, অনেক দূরে কোথা অগ্নিময়
মুনিই পথ করে দিলেন অবিচল, মুনিই তথাগত দৈবময়

সেই অগ্নি উজ্জ্বল পথ ধরে মুনির কাছে পৌঁছে দেখলাম
. . . এক প্রস্তর মূর্তি। সেই মূর্তিকে প্রণাম করলাম।

এখন চিতার আগুন এসে লাগছে আমার গায়ে। অথচ একটুও
পুড়ছি না। মুনির গা থেকে একটা একটা করে খসে পড়ছে
পাথর। তিনি অগ্নির দিকে উন্মীলিত চোখে তাকালেন।
অগ্নি শমিত হল।
সেইরাতে বনভূমে চরাচরের নিঃসঙ্গতায় দাঁড়িয়ে আমার
মনে হল আমিও সেই মুনির মত। মুনিকে জিজ্ঞাসা
করলাম . . . আমি কে?
'তুমি আমার থেকে নিঃসৃত অর্কপ্রভর ঔরসজাত রুচিরাগর্ভা
আমি। এক নকল বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ। নিজেই জানো না।
চিতায় তোমার আসল দেহ পড়ে আছে। নিয়ত সে অগ্নিকুণ্ডে
পোড়ে। জানতে পার না।
এখানে বসে বসে আমি পাহারা দিই নিজেকে।
তুমি ফিরে যাও।'

সেই প্রজ্জ্বল শ্মশানে সেই রাতে নিজেরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
আমার ভিতরটা হু - হু করে উঠল। নিয়ত এক অগ্নিকুণ্ডে
পুড়ছি। অথচ কোনো অনুভূতি হচ্ছে না। ক্রমশ আমি খুঁজে
পেতে চাইছি নিজেকে। যখন মুনির কাছে এসে নিজেকে পেলাম,
দেখি আমার অবস্থান নিজের থেকেও অনেক দূরে। মুনি আমায়
বললেন . . . 'তুই ফিরে যা।'
ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম পাটনি চলে গেছে। খেয়া ঘাটে বাঁধা ।
আমার সন্মুখে সমস্ত চরাচর যেন মিলিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃতির পারে।

আমি নদী অভিমুখে সেই বিস্মৃতির পারে ধীরে ধীরে নেমে গেলাম।

সসাগরা প্রান্তর পিছুটানে টানছেই, পৌঁছে আবার ফিরে পাব কী
জন্মের অভিশাপ আমার লগ্নে ছিল, সাক্ষী রয়েছে মাতা একাকী
তারচেয়ে একা একা নিজে চল চল যাই শেষ হয়ে এল কালরাত্রি
একলা সওয়ারী আমি, একা একা নৌকায়, পারাপারে একা একা যাত্রি
কোথায় চলেছি কোথা গাঙে নাও ভেসে যায় দিক নির্ণয়ে ভুল হচ্ছে
কোথায় যাবার ছিল, কোথায় এসেছি একী দেখছি শেষের পারে পৌঁছে
বন্দরে বন্দরে উল্লাসে উন্মন উজ্জ্বল জলধি তরঙ্গ
কোন ঘাটে নাও এসে ভিড়বে বা কোন ঘাটে পেয়ে যাব মনোমত সঙ্গ
নির্জন এ সন্ধ্যায় পাটনি কোথায় তুমি, আমি তো ভাসার ছিল ভাসছি

যেহেতু ভাসার কথা অবিরল ভাসছিই ক্লান্তি ছুঁয়েছে তট ম্রিয়মান
কেমন দেখব ফিরে বিবমিষা হাহাকার অকপট পেতে থাকি সন্ধান
দূর থেকে হাত নেড়ে কারা যেন ডেকে যায় নাও এসে এই বুঝি ভিড়ল
দূর থেকে হাত নেড়ে কীভাবে যে ডেকে যায় আমাকে কীভাবে ওরা চিনল
চল চল চল চল চল চল চল যাই ওই বন্দরে এল সুসময়
উৎসবে, মোচ্ছবে ভরে আছে স্মৃতিসুখ এখানে কেউই কারো কেউ নয়
শেষমেষ নাও এসে এইঘাটে বাঁধা হল, এইখানে এইটুকু সত্য
এখন কোথায় তুমি, অভিশাপে কতখানি হয়ে আছ ম্রিয়মান রিক্ত

এখন এটুকুই সত্য কখন কোথায় পৌঁছে গেছি চরে
কোথায় গেছি, চরে আমার পুড়ছে স্মৃতি পল্লবে রোদ্দুরে
এখন এটুকুই সত্য, আর কী সত্য! প্রায়শ্চিত্ত পণ
সত্য মিথ্যা সব সত্য পল্লবিত বন
এখন এটুকুই সত্য মরা ভেসে যায় জলে
আমি ভেসে যাই নাও ভেসে যায়, কিংশুকে জঙ্গলে
এখন এটুকই সত্য সুখে ছিলাম বেশ তো ছিলাম ঘরে
এখন এটুকুই সত্য অনির্ব্বান তোমায় মনে পড়ে

আমি তো আমি নই   যে নামে ডেকে থাক
এসেছি শহরে প্রান্তে
পুড়ছি প্রাজ্ঞ বন্দনায়   পাপস্খলন তোমার হবে
অর্কপ্রভ কি জানতে
আমি তো নির্বাণ দিতে   এই চরাচর সবই
ধ্বংস করে দেব এই নিধান
অথচ থাকবে না   কোথাও ই ধ্বংস
ধ্বংসে থাকবে সুনির্মাণ
এ চরাচরে এসে   তোমাকে বৃথা খুঁজি
আমার মধ্যেই তুমি গোপন
অর্কপ্রভ আজো তোমাকে মনে পড়ে   কালের প্রসবিত প্রাজ্ঞ পাপ
অর্কপ্রভ তুমি কোথা এখন

দাঁড়ালি তুই সরণী জুড়ে যখন সবাই ফিরে আসে
আমার কি ঘর নেই ঘরে ফেরা কখনো হয় না
তুই তো জননী মাগো তোর শরীর খুঁটে খুঁটে খুঁটেই
এই দেশে বেড়াতে এসেছি, শ্মশানে পোড়ার কথা নয়

শিরস্ত্রাণ পড়ে নিয়েছি, শানিত অস্ত্র নিয়ে হাতে
কোথায় পিতা আমার আমি আজই পিতৃঘাতী হব
তিলে তিলে প্রতিটি পলেই শুধু পিতৃহত্যা করা
সরে যা জননী, চরাচরে আজ খুঁজে পেতে হবে তাকে

আদিম ধানের ক্ষেতে হলুদ বোঁটার কোয়া শির শির নাচে ডাকে
ও দুধের ভরা স্রোতে বুঝি ভেসে যাব আমি, একা একা শেষে যাব
অর্কপ্রভের কাছে আবাসে পৌঁছে দেখি পিতা নেই শিশু কাঁদে
আমরাই পিতা তুমি আমারই সন্তান, জননী আমায় তুই অন্ধ করে দে

নিকষ সে সমীরে অর্কপ্রভ ধ্যানে জেনেছে সবকিছু মনস্তাপ
আমাকে ডেকে নিল, আয় রে কাছে আয়, যা কিছু ঘটে যায় পূর্বপাপ

পুড়ছে অবেলায় বদ্ধ চরাচর অখিল আরদ্ধ পোড়ার ভার
তুই তো গিয়েছিলি মুনির প্রান্তরে, তুই তো দেখেছিস নিজের শব

পুড়ছে অবিরত, অথচ উত্তাপ লাগে না তোর গায়ে, রে নিষ্পাপ
যতই পুড়ে যায়, পাপ যা ক্ষয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় মনস্তাপ
আগলে রাখ কাছে, মুনিতো পোড়ে মিছে, তুই - ই তো সে মুনি, তুই - ই সব
পিতাকে খুঁজে ফেরা, ভিতরে চেয়ে দেখ, তুই - ই পিতাসম অপাণ্ডব

অর্কপ্রভ তোর কুটীরে গিয়ে দেখি কোথায় প্রিয় পিতা, শূণ্য খাত
একটি শিশু কাঁদে, শিশুটি কোলে এল, চতুর্দোলা জুড়ে মহাপ্রলয়
দৈববাণী হল, তোরই ছেলেবেলা, তুমিই বয়ে চল পিতার ভার
পিতার কাছে এসে নিজেকে ফিরে দেখা, নিজের কাছে আসা পুনর্বার

কে এল, যে এসেছে, সে এসেছে
তার কোনো নাম নেই জ্ঞাতিহীন
তার কোনো পরিচয় জানতে
যে এল সে নিজেরই অজান্তে
ভুল করে এই পথে এসেছে
সে তো নিজের সে কেউ নয়
নিজেই নিজেকে সে - ই চেনেনা
এখন সহসা ভুল ভাঙতে
ফিরতে চাইল ফের উৎসে
চল চল চল চল চল চল যাই
আমরা সবাই যাব উৎসে

স্মৃতি যে প্রখর রণতূর্যে
ছড়িয়ে পড়ছে এল বৈশাখ
আদিবাসী কালো মেয়ে নৈঋতে
আয় ফিরে আয় ঘরে ভৈরব

শির শির উড়ে যায় অঘ্রাণ
চিতায় সটান শুয়ে নিষ্প্রাণ
অক্লেশে চিতাকাঠ পুড়ে যায়
দেহ তবু বর্ণাভ উজ্জ্বল
নিজেই নিজের সাথে যুদ্ধে
বারবার যে কেবল হেরে যায়
স্মৃতি যে প্রখর রণতূর্যে
তাকেই ডাকছে কাছে, কাছে আয়
আমরা আবার ফের ফিরে যাই
আমরা আবার যাব উৎসে

হে সখা চল চল উৎসে ফিরে চল অবস্থানময় শিকড় ঘ্রাণ
শিকড়ে টান পড়ে হে সখা চল চল পুড়ছে মহামুনি পুড়ছে নির্মাণ
রাত্রি নির্গমি, শিথিল বন্ধন, সামনে ভুল পথ নাড়ছে হাত
পাটনি কোথা তুমি, নদীর তটভূমি, কখন ডুবে গেছে জলপ্রপাত
পিতাকে কোলে করে নেমেছি সেই রাতে হেঁটেছি ভুল পথে অনিঃসার
জন্মে পাপ ছিল ও পরিতাপ ছিল স্কন্ধে এখনো যে বইছি ভার
পাটনি কোথা তুমি ভেসেছে তটভূমি শুধুই জলরেখা জলোচ্ছ্বাস
হে সখা চল চল কী ভাবে যাবে বল, খেয়া তো ভেসে গেছে নিরুদ্দেশ
পিতার পাপ কেন বইব একা একা বন্ধু মুখগুলি হারিয়ে যায়
বন্ধু কেউ নেই সহসা বিহ্বল পৃথিবী ছিল কত বন্ধুময়

পাটনির দেখা নেই, খেয়া গেছে ভেসে, কাঁধে শিশুপুত্রসম পিতা
অর্কপ্রভ। পিতার জন্যই তো বারবার - ভুল পথে যাওয়া।
ভাবলাম কণ্ঠনালী চেপে ধরি। মায়া হল।
উৎসের সন্ধানে অন্যদিকে হেঁটে গেলাম।

তখন চতুর্দিক থেকে উৎস বাহু মেলে ডাকল . . . আয়, আয়।

জড়িয়ে রয়েছে সঙ্গে দৈব দূরাভিসন্ধি কাঁটার ভার

উৎস যে মুখে পিতার ছায়ায় সে পথ হচ্ছে অন্ধকার
প্রহরী তুমি কি জেগে আছ খোলো, খোলো অর্গল দুর্নিবার
এ দেহ আমার পুড়ছে উৎসে, মিলনে একাকী সমুদ্যত

দেহ উদ্ভুত নিকষিত হেম জাগছে তখন পরস্পর
ছড়িয়ে পড়ছে বাতিস্তম্ভ ঘিরে আছে তবু অন্ধকার
তুমি কি এখন তেমন রয়েছ প্রাণচঞ্চল সন্দিহান
প্রহরী তুমি কি বন্ধ রেখেছ খোলো অর্গল উৎস দ্বার

ছড়িয়ে রয়েছে মিথ্যে দৈব, ভ্রান্ত এসব অতঃপর
উৎস কীপথে এসো জাহ্নবী তোমাতে নিশিত শান্ত হই
অপ্রতিরোধ্য বইছি তবুও স্কন্ধে পাপের পিতার ভার
ফিরে যেতে যেতে পরাজিত হব এমন মূর্খ আমি তো নই

বল মা জননী জগজ্জননী কী পথে ভেসেছি শ্রান্তিহীন
দেহ উদ্ভুত নিকষিত হেম ছড়িয়ে পড়ছে পরস্পর . . .
আমি তো কেবল হিংসে করেছি মহামুনি তুমি অন্তলীন
অথচ কখনো তেমন হইনি অসংলগ্ন ভ্রান্ত সার

বল মা জননী কোন পথে যাব যে পথ দেখেছি রুক্ষতার
বল মা জননী উৎস কী মুখে উৎস যে মুখে অন্ধকার
অন্ধকারে যাব, অন্তসারে যাব, লাঘব হবে কীসে জন্মভার
উৎসে অভিমুখে, একাকী কতদূর, এভাবে ভেসে যাব পুণর্বার

বল মা জননী, বন্ধু জননী জগৎ জননী জগৎ সার
তুমি তো বইছ গর্ভে এখনো বইছ অর্কপ্রভের ভার
বক্ষে কোন শিশু দুগ্ধ পান করে সেই কি পিতাসম রিরংসার
উৎসে যাব ফিরে উৎস আছ ঘিরে সাক্ষীহীন যত স্বেচ্ছাচার

স্বেচ্ছাচারে যাব কী পথে এইঘাটে খুঁজেছি নাও তার ওঘাটে পার

পাটনি মায়াহীন কোথাও দেখা নেই, শিথিল হল যত জগৎ সংসার
তারচেয়ে নিজে যাই, মেঘের মত যাই, একাকী চল যাই, একাই নির্বান
হে সখা চল চল, রাত্রি ঢের হল গুছিয়ে নাও সেরে পূণ্যস্নান

উৎসে ফিরে যেতে পথ কি ভুল হবে শুধুই ভুল পথে বারংবার
হেঁটেছি সেইমত হাঁটছি ভুল পথে, উৎসে ফিরে যেতে অনিশ্চয়
উৎসে ফিরে যেতে নির্দেশিকা নেই শুধুই জেগে থাকে বিলীন প্রত্যয়
উৎস জুড়ে শুধু মেঘের আনাগোনা গৃধ্নু শব পোড়ে আকাঙ্খার

উৎসে ফিরে যাই সত্য সত্যাসত্যেই পৃথিবী
মুনি সত্য, অগ্নি সত্য, সত্যে ফিরেই চল যাই
কীসে সত্য অনবনত, এই তো আছি মন্দ কী
মন্দ ভালো সব অনিত্য মন্দ ভালোয় মন্দ কী
মন্দ শুধুই ভালোয় মন জড়িয়ে আছে প্রাতীচ্যে
উৎস থেকে দ্রাবিড় শব অলীক হাত নেড়ে যাচ্ছে
উৎসে ফিরে যাই সত্য, উৎস জুড়ে দাহের ভার
এই এখানে আছি সত্য উৎস শুধু রিরংসার

হে সখা চল চল কোথায় যাবে বল, কোথায় কতখানি অনিশ্চয়
কোথায় কতখানি রেখেছে ভালোবাসা কোথায় কতখানি রেখেছে প্রত্যয়
হে সখা চল চল আর কি লাগে ভালো, বন্দী এইমত আকাশে ঝড়
ঘুমিয়ে আছে মন একাকী নির্জন, নিজেই নিজপাশে হয়েছি পর
হে সখা চল চল উৎসে ফিরে চল স্মৃতিরা ডাকে অবিমৃষ্যকাম
গিয়েছে দেরী হয়ে, সময় গেছে বয়ে, এখনো চল যাই, আছে উজান
হে সখা চল চল দুঃখ কীসে বল উৎসে ফিরে চল নেইকো ভয়
উৎসে জয় নেই উৎসে ক্ষয় নেই, উৎস জুড়ে শুধু অনিশ্চয়

ছেড়ে যাই চঞ্চলতা, ছেড়ে যাই প্রতিশ্রুতি প্রাণ
যেমন যেখানে যাই, যাওয়া যায় সঠিক নির্মাণ

ছেড়ে যাই প্রিয় মুখ আর্দ্র স্নেহের টানাটান
চিতার আগুন ডাকে পড়ে থাক হোগলা বন আর বিষণ্ণতা
পড়ে থাক বিস্মৃতি, মনের মধ্যে মন আর অনিশ্চয়
উৎসে যাচ্ছি ফিরে এ আর এমন কিছু নয়

আমিও তো জানি সে আর এমন কিছু নয়।
আমার মধ্যে তাই পেয়ে বসেছে বিষণ্ণতা। ভয়।

বিদায় বিদায়
কে যে কার আগে যায়
টানে টানে
বুঝিনি বুঝিনি উৎসে ফেরার মানে

বুঝিনি কীভাবে হয়েছিল সখ্যতা
মধ্যে তখন জেগেছিল অনুভব
অবসর নেই আর প্রগলভতার
উৎসে কেন যে মৃতদেহ নিজ শব

বিদায় বিদায় প্রিয় রাস্তার বাঁক হাতনাড়া
পুরনো চিঠির গন্ধ, আন্দোলন, জেল
বিদায়, বিদায় সহসা গুলির শব্দ রাজনীতি ত্রাস
বিদায় বিদায় ভুল বর্ণমালা, প্রব্রজ্যা কফিন

তোমাদের জন্য কিছু রেখে যাব নেই
কোথায় গিয়েছে চলে বাল্যের বন্ধুরা
মুখগুলিই পড়ে আছে নাম মনে নেই
বিদায়, বিদায় যত হিমঘুম, প্রতিশ্রুতি ঋণ

বিদায় জন্মদাতা জগদ্ধাত্রী জননী
বিদায় অর্কপ্রভ বিদায়, বিদায় রুচিরা

বিদায় মায়ামন, অশরীরী কল্পকথা, আরব্যরজনী
বিদায়, বিদায় আমাদের অনির্দ্দিষ্ট, বিদায় প্রহরা

এক একটা ট্রেঞ্চ পেরিয়ে যাচ্ছি। এক একটা বাঁক।
শেষ বাঁক কিছুতেই আসে না। বন্ধু মুখগুলি
এখন আর সঙ্গে নেই। সহসা নির্বোধের মত। অথচ
আমার কোনো দুঃখ হচ্ছে না ছেড়ে যেতে। তোমাদের
কি কষ্ট হচ্ছে? অর্কপ্রভ গোপনে কেঁদে উঠল। রুচিরা পাথর।

নিজেই চলছি নিজে অবিরল চলছিই দিন হয়ে আসে ক্রমে মৃয়মান
উৎস কোথায় তবু উৎস যে টানছেই কোন পথে উৎসের সন্ধান
কোন পথে গেছে ভেসে অন্বিষ্ট একা একা
পথে ও প্রবাসে গেছে ছায়াহীন
উৎসের কাছাকাছি নিজেকেই ফিরে দ্যাখা
স্মৃতিতে জারুল রঙীন

বিদায় বিদায় যত ফেলে আসা ঋণ

সময়ও হয়ে উঠেছে সঙ্গীন। যাই।
আধোলীন হয়ে আছে রাত্রি
নদীর দুকূল দ্রুত ভাঙছে
চল চল চল চল উৎসে

শেষের সওয়ারী আমি নৌকায়
পাটনি কি ভুল দাঁড় বাইছ
ক্রমশই পথ বেড়ে যাচ্ছ
নিজের বিদায় নিজে চাইছ

ভোর হয়ে এল কালরাত্রি
শ্মশানে চিতায় কারা পুড়ছে

ওরা তো আমার কারো কেউ না
ওদের জন্য কেউ আসে নি
দহনে ওদের সব নির্গম
ওইখানে পথ বড় বন্ধুর
ওরা কি সবাই হেরে যাওয়া দল
আমার জন্য চিতা খালি নেই
পাটনি কি ভুল পথে বাইছ
ভোর হয়ে আসে কালরাত্রি
তুমিও বিদায় শেষে চাইছ

বিদায় পাটনি কালরাত্রি
বিদায় জননী জগদ্ধাত্রী
খেয়া পারাপার অবশেষ হল
উৎসে পৌছে যেতে ভোর হল

উৎসে পৌঁছে সব সাবলীল
নিভৃত চিতায় শব পুড়ছে
আমার দহন ঝরে ঝরে যায়
চিতায় আমার শব পুড়ছে
মহামুনি ধ্যানে মীড় রৈবত
আমায় তোমার মনে পড়ছে
আমি সে কালমৃত অনাময়

অন্ত্যপর্ব

মুনিবন্দনা

প্রণাম প্রণাম লহ মহামুনি নেত্র চাহ
তোমার বন্দনা করি শত মন্বন্তর
প্রার্থিত আশ্রয়ে ভ্রান্ত শাপ বদ্ধ পাপ ক্লান্ত
চিতায় পুড়ছে শব মোর সহোদর
বন্দনা করিব প্রাণে মিটিঙে মিছিলে গানে
মনুষ্যজন যত হল জরদ্গব
এভাবে বাঁচার মানে একা একা নিরজনে
আমায় ফিরিয়ে দাও জরা কালশব
আন্দোলন করে বাঁচি কার জন্য বসে আছি
কার পাপে পুড়ি অবিরত
কাকে ছেড়ে কাকে পাব পিতা তুমি অপহ্নব
কীসে প্রায়শ্চিত্ত মনোমত
আপনি আচরি ধর্মে বিজ্ঞাপনে পূণ্যকর্মে
পাপ পূণ্য হল যথাবিধি
প্রণাম প্রণাম লহ মহামুনি নেত্র চাহ
রাজ্যপাটে বসে হারানিধি
প্রার্থী সে জনের গাথা শোন শোন সে বারতা
কার ভোটে জয় অবশেষে
কার খেয়ে বেশ আছি আপনি আগে তো বাঁচি
কার পাপে এত বিদ্বেষ

অবরোহনের ভূমিকা

সেই উজ্জ্বল নদীতট শ্যামল সৌষ্ঠব প্রাংশু সমীরণে অনির্বাণ
দেখল স্তব ভেঙে, দেখল মনে মনে সহসা চরাচর সঙ্ঘময়
এসেছ ফিরে সখা, আবার ফিরে এলি, এই কি বেঁচে থাকা বর্ণময়
কেন যে ফিরে এলি, বেশ তো ভালো ছিলি, এই কি ভালো থাকা সংস্তব
কীসের ভালো থাকা শুধুই বেঁচে থাকা, সন্নিহিতি ছাড়া, অনর্থক
উৎসে ফিরে এলি, উৎস জুড়ে শুধু প্রবল দাহ আর অলজ্জা
সময় হয়নিকো, যেমন ছিলি মন, যেখানে ছিলি ফিরে সেখানে যা
এমত নদীতট কখনো দেখিনি যে, এমন ভয়াবহ দাহের ভার
প্রীতির মুখগুলি হারিয়ে গেছে কবে, গিয়েছে ডুবে স্মৃতি অলক্তক

এসেছ ফিরে সখা, এসেছ একা একা, এমন একা একা থাকা কি যায়
কোথায় পিতামাতা, সকলই ব্যর্থতা, এমন ব্যর্থতা রাখা যে দায়
সঙ্ঘে ছিল মন, একাকী নিরজন, দাঁড়ের পাখি তার কি অভিপ্রায়
গিয়েছে উড়ে সখা, এসেছ একা একা, পাখিটি গেছে উড়ে শূণ্যমন
তুমিও যাও উড়ে এভাবে পুড়ে পুড়ে সহজ হবে কত সীমন্তন

জন্মে পাপ ছিল, সে পাপে কাল হল, সে কালে জেগেছিল মহাপ্রলয়
সন্নিহিতি খুঁজে সকলই সার হল, সারের সারাসারে অনিশ্চয়
বন্ধু মুখগুলি সকলে গেছে হেরে সবাই পুড়ে পুড়ে অকিঞ্চন
আমিই বেঁচে আছি এই তো বেঁচে থাকা আমার শব পোড়ে নিরন্তর

মুনি বললেন . . . আমি বড় ক্লান্ত। সেই অশ্রুত অতীত থেকে পাহারা
দিয়ে আসছি এই শব। আর তো পারি না। এবার মুক্তি দাও।

সেই কালরাতে চরাচরে যখন বিহ্বল নীরবতা, আমার মায়া হল।
মুনি অবসন্ন হয়ে নেমেছেন জলে। আমি আগুনের কাছে গেলাম।

সাক্ষী রইল শ্মশানভূমি, সাক্ষী রইল মহাকাল, সাক্ষী রইল আগুন।
খুব দূরে যেন রাতজাগা পাখি উঠল ডেকে। সসাগরা প্রান্তরে
নক্ষত্রেরা নেমে এল যেন জোনাক পোকা। আমার সমস্ত বোধ
তখন হারিয়ে যেতে চাইছে। সমস্ত ভালোবাসা হয়ে উঠছে তীব্র।
আমি অনেকটা আমার প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম অকপট।

আগুন আমায় ডাকল . . . আসবি?
চিতায় শয়ান শব ডাকল . . . আসবি?
আমার ভিতরটা হু হু করে উঠল। একবার মনে হল
ও শব আমার নয়। আমি নিরুত্তর রইলাম।
শব আমায় বলল . . . ফুল আনিস নি? কতদিন
ফুল দেখি নি।

মুনির স্নান গিয়েছিল হয়ে। কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করি নি।
সেই অন্ধকার শ্মশানভূমিতে, সেই নক্ষত্রের দেশে আমি আগুনের
মধ্যে প্রবেশ করলাম। আগুন আমাকে দেখে প্রশমিত হল।
আগুনের আঁচে আমি একটুও পুড়লাম না। আমার প্রথম ও দ্বিতীয় মৃত্যু
কৈশোরে হয়েছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ মৃত্যুর দায় আমার ছিল না কখনই।
পঞ্চম ও ষষ্ঠ মৃত্যুর ভার সন্তানদের দিয়ে আমি এখন শেষ মৃত্যুর
জন্য প্রস্তুত। যা কিনা মানুষের জন্য। যা কিনা মৃত্যুহীন
অবশ্য পরে জেনেছিলাম আমাকে পোড়াবার মত অবশিষ্ট কিছু
আগুন পায় নি।

চরাচরের সেই নিগুঢ় সন্ধ্যায় আমি আর অপেক্ষা করিনি।
আগুনের মধ্যে থেকে তুলে এনেছিলাম শব। আর মুনির
অগোচরে সেই শব কাঁধে করে চলে এসেছিলাম বাইরে।

[এতটা শুনে সবাই আশ্চর্য। চলে এলে। হ্যাঁ আমি চলে এলাম।
উৎস জুড়ে তো আরো হাহাকার, আরো শূণ্যতা। তার চেয়ে এই ভালো।
যখন আমি জেনে গিয়েছি আমাদের পরিণাম কিছু নেই।]

অবরোহন

পরিণাম নেই তবু সেদিকেই চলেছি
স্কন্ধে আমার বয়ে নিজ শব
পরিণাম নেই তবু পরিনামে চলেছি
গর্ভে গর্ভে ওঠে কলরব
উজানে রক্তস্রাব লাল হল গোধূলি
কার অভিশাপে অনিবার্য
কার শব বয়ে বয়ে এতদূর এসেছি
কে আমাকে করেছে অনার্য
রজস্বলা হয়ে আসে অনিমিত পৃথিবী
দ্রাবিড় আমাকে নাও স্কন্ধে
কার শব বয়ে বয়ে পরিনাম চলেছ
সোনার সে শব আজো, গর্ভে
নিজেকেই নিজে তুমি ভুল জেনে এসেছ
প্রসবে কাতর মাতা রুচিরা
বয়ে বয়ে পিঠে করে এতদূর এসেছ
সে শবে মুনিন ছিল প্রহরা
তোমার সে শব নয়, সে সব পিতার প্রায়
স্কন্ধে পিতার শব বইছ
পিতাকে কি মনে পড়ে অর্কপ্রভের ঘরে
যাকে তুমি কোলে করে নিয়েছ

বন্দনা করি সবে অলীক কুসুম
স্কন্ধে বয়ে কার শব চলেছ নির্ঘুম
এই মর্মে আছ ভালো পরিণামে ছাই
আমাদের শুরু আছে শেষ কোথা নেই

ক্রমে শবও ভারী হয়ে আসছে
চলতে পারি না আর শ্রান্তি
গর্ভে পৃথুল হাত নাড়ছে
সেই সব শব অবিনশ্বর

পিতার শব বয়ে চলেছ
জীবনের রাত হয়ে আসে ভোর
গর্ভের থেকে যেন ডাকছে
শবচোর ওই যায় শবচোর

অবতরনিকা

আমায় শহর দাও একখান
গার্হস্থ জীবন প্রতিপাদ্য
আমায় জীবন দাও একখান
অলীক অপাপ অবিসংবাদ
আমার প্রান্ত কেন সীমাহীন
অনড় অসার ও অব্যয়
আমায় শহর দাও একখান
আমায় জীবন দাও একখান
আমায় আবাস দাও একখান
জুড়াব পারি না আর বইতে
ছায়া দাও পথ বড় বন্ধুর
ভয় করে চারিদিক নির্জন।

আমাদের পরিণাম জেনে গেছি
আমাদের কোনো পরিনাম নেই
আমাদের শুধু যাওয়া ফেরা নেই
ফিরতে চেয়েছি যবে উৎসে
আরো হাহাকার আরো দুর্গম

আমাদের শুধু যাওয়া ফেরা নেই
হীরক অঙ্গুলি নির্দেশ
আমাদের পরিণাম জেনে গেছি
আমাদের পরিণাম অনিঃশেষ

পিতার শব নিয়ে ঘুরছিই
প্রসবে কাতর মাতা জননী

গর্ভে আমার একা সহোদর
জ্ঞাতিহীন আমি অবিমৃষ্য
তোমার গর্ভে প্রতিবিম্ব
সেই মুখ এক অতি অন্ত্যজ
পিতার শব নিয়ে ঘুরছিই
তাও ভুল চুরি করি সেই শব

রুচিরা কাতর হল বেদনায়
পরম্পরর্যময় পৃথিবী
তোমার গর্ভে যার ঔরস
তোমার গর্ভে পচে তারই শব

অমল অমোঘ যত প্রত্যয়
নবনীত হল পথ প্রান্ত
আর তো পারি না ভার বইতে
নির্ণয়ে বার বার ভ্রান্ত

নির্জন ছায়ানট অর্ণব
এখানে জুড়াই রাত হোক ভোর
অপরাধে কার প্রায়শ্চিত্ত
কার অপরাধে আজ শবচোর

তবু সীমাহীন পোড়ে প্রান্তর
কতদূরে যাওয়া যায় একাকী
স্বপ্ন ভঙ্গ হল নির্ঝর
গর্ভের পাপও ডাকে অভিপ্রেত

ওই যায়, ওই যায় শবচোর

সেই উজ্জ্বল নদীতট শ্যামল সৌষ্ঠব প্রাংশু সমীরেই মহামুনি
দেখল স্নানশেষে, দেখল মহাবেশে সম্মুখে ডুবে গেছে মহাভূমি
গর্ভে হলাহলে যে শিশু ছিল বেঁচে প্রসবে সেই হল কালমৃত
তপ্ত জলাভূমি, দেখল মহামুনি প্রসবে মৃত শিশু অনিমিত
শূণ্য চিতা পড়ে, শূণ্য চিতা পোড়ে, পুড়ছে ব্রতমীড় মুনির অন্তর
মুনিই ছিল শেষে, মুনিই ছিল বেঁচে, মুনিই অধিরথ, ভ্রান্ত চর

এই তো ব্রতকথা, এই তো বেঁচে থাকা, কাহিনী হল এই চরাচরে
মিথ্যে বন্দনা মিলিয়ে আছে শেষে এখনো তার কিছু ছায়া পড়ে
এখনো আসে রাত, গহীন ক্ষমাহীন, এরাত আর ফিরে হবে কি ভোর
এখনো ডাকে দূরে গর্ভে এক সুরে ওই তো, ওই যায় শবের চোর

এই বলে অন্ত হল আমার কথন
বিচিত্র বর্ণনা যার মর্মে ত্রিভুবন
কহিলাম ব্রতকথা মনুষ্যজনের
পরম পীরিতি প্রেম অন্বেষনের
কীভাবে যে শাপবদ্ধ হল সখাজন
বড়ই বিচিত্র এই কাহিনীকথন
সে কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিলাম চরাচরে
সত্য মিথ্য যাহা কিছু আমার মতন